এক অমোঘ পতন

দেবব্রত ধর

লোকটা হাঁটছিল খুব আস্তে। পরণে লুঙ্গি আর তাপ্পিমারা পাঞ্জাবী। পায়ে টায়ারের চটি, হতে একটা ক্যানভাসের থলি। ঘাম জবজবে মুখ, উসকো-খুসকো চুল, খোঁচা খোঁচা দাড়ি। সবমিলিয়ে। বিষাদ ভরা এক কঙ্কালসার চেহারা। সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকে লোকটা এত মাথা রোদ নিয়ে চলছিল রাস্তার এক পাশ ঘেঁষে।

দূরে চার রাস্তা যেখানে নিশেছে সেখানে অনেক দোকানপাট। মোড়ের কাছাকাছি এসে মানুষটা মাটিতে পড়ে গেল দম ফুরিয়ে যাওয়া লাট্টুর মত ঘুরপাক খেয়ে। রাস্তার লোকেরা ছুটে এসে ধরাধরি করে ওকে মুদিখানার সামনে পাতা বেঞ্চটায় শুইয়ে দিল। চোখে মুখে জলের ছিটে দিয়ে একটা হাতপাখা এনে হাওয়া দিতে লাগল একজন। দেখতে দেখতে দোকানের সামনে ভীড় জমে গেল।

প্রাথমিক শুশ্রুষার পর লোকটা চোখ খুলে তাকাল। অতি কষ্টে বলল — জল। উঠে বসবার চেষ্টা করতে একজন হাত ধরে সাহায্য করল। এরমধ্যে একটি ছেলে পাশের মিষ্টির দোকান থেকে এক গ্লাস গরম দুধ নিয়ে এসেছে। গ্লাসটা মুখের সামনে ধরে বলল — এটা খেয়ে নিন। শুশ্রুষাকারীদের একজন বলল — একটু ভালো লাগছে এখন? কথা না বলে লোকটা মাথা নাড়ল শুধু।

জিজ্ঞেস করে জানা গেল মেয়ের বাড়ি যাবে বলে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে পড়েছিল। সঙ্গে যা সামান্য কিছু আছে তাতে বাসভানা হবে না। এ কথা শুনে উপস্থিত লোকজন যে যার সাধ্যমত টাকা পয়সা লোকটির হাতে তুলে দিল। কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে সে আবার হেঁটে চললো তার নির্দিষ্ট গন্তব্যে। একদিন অফিস যাওয়ার পথে বাসস্টপের কাছে দেখলাম খুব ভীড়। কাছে গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখি একজন লোক মাটিতে পড়ে আছে। মুখটা দেখে মনে হলো লোকটাকে আগে কোথায় যেন দেখেছি। খুব চেনা চেনা লাগছে। হ্যাঁ, এতো সেই লোক। পায়ে সেই টায়ারের চটি, হাতে ময়লা সস্তা ক্যানভাসের থলি। পরনে আগের মতই লুঙ্গি আর ছেঁড়া পাঞ্জাবি।

ভীড়ের মধ্যে একপাশে দাঁড়িয়ে লোকটার কথা ভাবছি আর পুরোনো নাটকটা দেখছি। ভাবতে কষ্ট হচ্ছিল যে এটাই ওর জীবিকা। লোকটার এপর রাগও হচ্ছিল খুব। ভাবলাম কাছে গিয়ে বলি, এভাবে লোক ঠকিয়ে খেতে লজ্জা করে না! কিন্তু বলতে পারলাম না। বিপন্ন অস্তিত্বকে জিইয়ে রাখতে এই অপচেষ্টা এ প্রতারণাকে হজম করলাম। ও তো আর একা খেলোয়াড় নয়।

মনের মধ্যে পাশাপাশি সারি সারি মুখগুলো ভেসে উঠলো। একদিকে নেতা অন্যদিকে জনতা, এক দিকে শু অন্যদিকে শিষ্য, এক দিকে শিক্ষক অন্যদিকে ছাত্র, একদিকে ব্যবসায়ী অন্যদিকে গ্রাহক, একদিকে ডাক্তার অন্যদিকে রোগী, একদিকে প্রেমিক অন্যদিকে প্রেমিকা, একদিকে জ্যোতিষ অন্যদিকে দুর্বলচিত্ত মানুষ।

ভীড় হালকা হতে লোকটার কছে গিয়ে বললাম চলুন, আপনাকে এগিয়ে দিই।

লোকটা ফ্যালফ্যাল দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। ওর চোখে মুখে হঠাৎ আতঙ্কের ছায়া। অনিচ্ছায় অপরাধীর মত আমার পাশে এসে দাঁড়াল।

কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পর বললাম — আমি আপনাকে চিনি।

কথাটা শুনে লোকটা কেন্নোর মত গুটিয়ে গেল। বুঝতে পারল ও ধরা পড়ে গেছে। ভয় পেয়ে বলল — বাবু কি আমারে আগে কখনো পড়ে যেতি দেখেছেন?

— ঠিক তাই।

আমার হাত দুটো নিজের মুঠিতে নিয়ে কান্নাভেজা স্বরে লোকটা বললো — তবু সংসারটাকে দাঁড় করাতি পাল্লাম না, বাবু।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com